দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 03 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

মেলায় শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি

পাঠ্যবইয়ে থাকবে করবিষয়ক রচনা

আবু আলী ●

দেশের নাগরিকদের মধ্যে করভীতি দূর করতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। একজন নাগরিক যাতে ছোটবেলা থেকেই কর সম্পর্কে সজাগ হতে পারে সেজন্য পাঠ্যবইয়ে আয়কর, ভ্যাট ও শুল্কবিষয়ক রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর নিয়ে যাতে কোনো ধরনের ভীতি কাজ না করে এজন্য করমেলায় নতুন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে এনবিআর। সপ্তাহব্যাপী মেলায় রাজধানীর সাতটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কর বিষয়ে ধারণা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি তাদের মেলা পরিদর্শন এবং কুইজ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

করভীতি দূর করতে এনবিআরের নতুন উদ্যোগ

এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, কর দিতে বয়স লাগে না। যখনই সক্ষম হয় তখনই কর দেওয়া উচিত। কর দেওয়া একটি বাহাদুরি। সবার মধ্যেই এ বাহাদুরি জাগ্রত হওয়া উচিত।

করমেলার দ্বিতীয় দিনে গতকাল রাজধানীর সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬০ শিক্ষার্থী কুইজে অংশ নেয়। এর আগে কর বিষয়ে সচেতন করতে নানা দিক তুলে ধরেন করশিক্ষণ ফোরামের আহ্বায়ক রওশন আরা এবং সদস্য সচিব জেহাদ উদ্দিন। শিক্ষার্থীদের হাতে কুইজের পুরস্কার ও সনদ তুলে দেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও এনবিআরের চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান। মেলার প্রথম দিনে রাজধানীর মোহাম্মাদপুর প্রিপারেটরি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫০ শিক্ষার্থী কুইজে অংশ নেয়। আজ মেলায় অংশ নেবে উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়। মেলায় কর নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেন শিক্ষার্থীরা।

করমেলায় অংশ নেওয়ার জন্য রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চিঠি পাঠায় এনবিআর। এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৪

মেলায় শিক্ষার্থীদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সেখান থেকে কয়েকটি বিদ্যালয় নির্বাচিত করা হয়। এনবিআরের নিজস্ব বাসে শিক্ষার্থীদের মেলায় আনা-নেওয়া করা হয়। এ সময় তাদের নাস্তা পরিবেশনের পাশাপাশি কুইজের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

করশিক্ষণ ফোরামের সদস্য সচিব জেহাদ উদ্দিন আমাদের সময়কে বলেন, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ চমৎকার। তারা বিভিন্ন ধরনের বিষয় জানতে চায়। আমাদের পক্ষ থেকে সুন্দরভাবে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। ফলে অনেক কিছু তারা জানতে পারছে। এনবিআরের এক কর্মকর্তা আমাদের সময়কে বলেন, শুধু মেলায়ই নয়, ফুলটাইম একজন কমিশনারকে দায়িত্ব দেওয়া উচিত; যিনি সারা বছর এ বিষয়ে কাজ করবেন।

'জানা গেছে, কর নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি কাজ করে।' এ বিষয়ে ছোট থেকেই সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে এনবিআর। আগামী বছরের পাঠ্য বইয়ে আয়করবিষয়ক রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আয়কর, ভ্যাট ও শুল্কবিষয়ক রচনা তৈরিতে ১১ দক্ষ কর্মকর্তাকে মনোনীত করা হয়েছে। এরমধ্যে ৫ জন আয়কর ক্যাডারের এবং ৬ জন কাস্টমস ক্যাডারের কর্মকর্তা। যথাসম্ভব সহজবোধ্য ভাষায় ৮০০ থেকে ১ হাজার শব্দের মধ্যে রচনা লিখতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এক উপ-কর কমিশনার আমাদের সময়কে বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের কর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দিতে রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। যতটুকু সহজ ভাষায় সম্ভব রচনা লেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।